৫ম পাঠ

স্বর্গদূতগণঃ অন্ধকারের সৈন্যদল এবং আলোর সৈন্যদল

আমার বাড়ীর কাছে সংঘর্ষে লিপ্ত দুই বিপক্ষ সৈন্যদলের গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মাথার উপরে আকাশে বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমার স্ত্রী ও পরিবার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। আমি সৈন্যদেরকে নিরীহ নাগরিকদের কাছ থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নিতে দেখেছি। আমি যুদ্ধকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

কিন্তু একজন উত্তম ও বিজ্ঞ শাসনকর্তা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে কি করেন? তিনি যদি তার প্রজাদের এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার বিষয়ে সত্য সত্যই যত্নবান হন তাহলে তিনি অবশ্যই শত্রুকে প্রতিরোধ করবেন। ক্ষমতা বিপক্ষের হাতে চলে গেলে কি হবে তা তিনি জানেন।

আত্মিক জগতের অবস্থাও এইরূপ। শয়তানের নারকীয় শক্তি আমাদের প্রতিরোধকে দুর্বল করে দিয়ে আত্মিক ভাবে আমাদের বধ করতে চায়। কিন্তু আমরা যতক্ষণ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করি ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। তাঁর শ্রেষ্ঠতর আত্মিক শক্তি আমাদের শত্রু দিয়াবলের প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তাই আত্মিক জগতের বিরোধ হচ্ছে স্বর্গদূতগণের বিষয়ে অধ্যয়নের ভিত্তি।

১ম খণ্ডে আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর দ্বারা মহা বিশ্বের সার্বভৌম শাসন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। এখন আমরা তাঁর শাসনের অধীন স্বর্গদূত এবং মানুষ, এবং পাপের সমস্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন

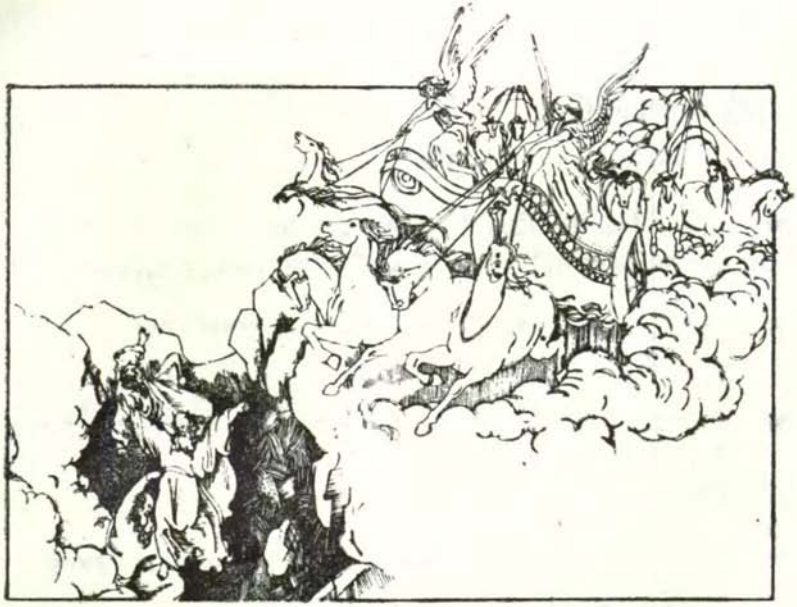

করব। আগামী তিনটি পাঠে আমরা শুধুমাত্র পাপের কারণই নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরের অধীনস্থ সকলের জন্য এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা করব।

আমি এই প্রার্থনা করি যে, এই পাঠে আমাদের রাজা ও তাঁর স্বর্গীয় দূত বাহিনীর বিষয়ে অধ্যয়ন করে তিনি যে এক উদ্ধার প্রাপ্ত লোকদের বাহিনীকে চরম বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জেনে আপনি তাঁকে আরও যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

স্বর্গদূতগণের স্বভাব।

স্বর্গদূতগণের নৈতিক চরিত্র।

স্বর্গদূতগণের সংখ্যা।

স্বর্গদূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পরে আপনি—

★ শাস্ত্রীয় বিবৃতির ভিত্তিতে স্বর্গদূতগণের স্বভাব, গুণাবলী, সংখ্যা, সংগঠন, কার্যাবলী এবং নৈতিক চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

★ শয়তান ও তার মন্দ দূতদের উৎপত্তি ও স্বভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা যে মন্দ শক্তি সমূহের উপরে বিশ্বাসীর চরম বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাতে পারবেন।

★ স্বর্গদূতগণের সাহায্য ও পরিচর্যা আরও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে ইফিষীয় ৬ ঃ ১০-১৮ ; ২ পিতর ২ ঃ ১-২২ ; এবং যিহূদার অতি ক্ষুদ্র পত্রটি পাঠ করুন।

২। ১ম পাঠের একই পদ্ধতি অনুসারে এই পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। পাঠের বিষয়বস্তু বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য আছে যেগুলি অবশ্যই পাঠ করবেন, এবং শিক্ষামূলক সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন। পরে রীতি মত পাঠ শেষের পরীক্ষাটি নিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

শত্রু	পরিণতি	বিদ্রোহ	অভিপ্রায়
বিপক্ষতা	হস্তক্ষেপ	অতিমানবিক	ব্যতিক্রমী
অটল	আকস্মিক	অভিনয়	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

স্বর্গদূতগণের স্বভাব ঃ

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক এই উপদেশ দিয়েছেন ঃ "অতিথিদের আদর-যত্ন করতে ভুলো না ; কেউ কেউ না জেনেই এই ভাবে স্বর্গদূতদের আদর-যত্ন করেছেন" (ইব্রীয় ১৩ ঃ ২)।

স্বর্গদূতদের সম্পর্কে এই উল্লেখটিতে আমরা তাদের স্বভাব সম্পর্কে এই ইংগিত পাই যে তারা অসাধারণ। আর অসাধারণ বলে তাদের ঘিরে রয়েছে এক রহস্যের বেড়াজাল। পুরাতন নিয়মে এবং তেমনি নূতন নিয়মে এই উভয় শাস্ত্রেই বার বার এই বিষয়টি দেখান হয়েছে।

শাস্ত্র পাঠ করে আমরা দেখি যে তা স্বর্গদূতগণের অস্তিত্ব সমর্থন করে। পবিত্র শাস্ত্র থেকে স্বর্গদূতদের সম্পর্কে আমরা কি শিক্ষা পাই ? কিভাবে তাদের উৎপত্তি হয়েছে ? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে পারলে তা আমাদের জীবনে স্বর্গদূতগণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। স্বর্গ-দূতগণের উৎপত্তি (আরম্ভ) ও তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাইবেল কি বলে আমরা তা অনুসন্ধান করব।

তাদের উৎপত্তি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ স্বর্গদূতগণের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত উক্তিগুলি মনোনীত করতে ও পূর্ণ করতে পারা।

স্বর্গদূতেরা কি ? স্বর্গদূতেরা সৃষ্ট সত্তা, তারা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী একটি দল বা শ্রেণী এবং তারা ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা সেবক। বুদ্ধি ও ক্ষমতায় তারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন স্বর্গদূত তাদের পবিত্রতার মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করবার মাধ্যমে যথার্থই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করেন। অন্যান্য স্বর্গদূতগণ, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, তারা এর ফলে অনন্ত কালের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়েছে।

এই অনন্ত বিচ্ছেদ থেকে পাপী মানুষকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের উদাহরণ পাওয়া যায়, খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাদের জন্য পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করার দ্বারা।

বাইবেলের মূল ভাষায় **দূতগণ** বলতে প্রকৃত পক্ষে **বার্তা-বাহকদের** বুঝান হয়েছে। **বার্তাবাহক** কথাটি কোন কোন সময় লোকদের প্রতি ইংগিত করে (মালাখি ২ঃ৭ পদে একজন যাজক), অথবা আলংকারিক অর্থে কোন নৈর্ব্যক্তিক মাধ্যমের জন্যও তা ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন গীতসংহিতা ১০৪ঃ৪ পদে বাতাস)। যেহেতু বিভিন্ন পথে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই কোন্‌টি নির্ভুল অর্থ তা নির্ণয়ের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সাধারণতঃ স্বর্গীয় দূত বলতে বাইবেলে আত্মিক এবং অতি জাগতিক সত্তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের বিশেষ বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন।

স্বর্গদূতগণ কোথা থেকে এসেছেন? গীত রচয়িতা বলেন যে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি আকাশ মণ্ডলের বস্তু পিণ্ড সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর স্বর্গদূত এবং স্বর্গের সমস্ত বাহিনীদের সৃষ্টি করেছিলেন (গীতসংহিতা ১৪৮ঃ২-৫)। সাধু যোহন খ্রীষ্টের সৃষ্টি কার্য সম্পর্কে আরও পূর্ণতার একটি বিবৃতি যোগ করেছেন ঃ "সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি" (যোহন ১ঃ৩)। পবিত্র শাস্ত্রে যেহেতু স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের দ্বারাই সবকিছু অস্তিত্বে এসেছে, তাই আমরা জানি যে, স্বর্গদূতগণ সৃষ্ট সত্তা। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়।

১। নীচের উক্তিগুলি পূর্ণ করে লিখুন।

ক) কলসীয় ১ঃ১৬ পদ বলে যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট.....
..... (স্বর্গদূতগণ সহ) সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

খ) ১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৩-১৬ পদে আমরা পাঠ করি যে একমাত্র ঈশ্বরই সব কিছুকে (স্বর্গদূতগণ অন্তর্ভুক্ত) .... দান করেন।

বাইবেলে সময় উল্লেখ করা হয়নি বলে স্বর্গদূতগণকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আমরা জানি না। তবে আমরা জানি যে আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটবার আগে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। কারণ এখানে মানব জাতির সাথে সম্পর্ক বিচারে অবাধ্য স্বর্গদূত শয়তানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন (চিন্তাশীল) সৃষ্ট সত্তাদের বিচারে স্বর্গ-দূতগণকে অমরত্ব দান করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের অস্তিত্বের কখনও শেষ হবে না (লূক ২০ ঃ ৩৬)।

২। স্বর্গদূতদের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তারা—

ক) অমর সত্তা, যারা সর্বদা ছিলেন ও আছেন।
খ) অমর সৃষ্ট সত্তা, যাদের অস্তিত্ব কখনও শেষ হবে না।
গ) মানুষের মত নশ্বর কিন্তু জ্ঞান ও ক্ষমতায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
ঘ) ঈশ্বরের অনুরূপ এক জাতের সত্তা।

তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ঃ

স্বর্গদূতগণের উৎপত্তি আলোচনা প্রসংগে আমরা তাদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি ঃ তারা **সৃষ্ট**। কিন্তু শাস্ত্র অনুসন্ধান করে আমরা আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

স্বর্গদূতগণ **আত্মা**। ইব্রীয় ১ ঃ ১৪ পদে আছে, "স্বর্গদূতেরা কি সকলেই সেবাকারী আত্মা নন? যারা পাপ থেকে উদ্ধার পাবে তাদের সেবা করবার জন্যই তো তাদের পাঠান হয়।" মানুষকে আত্মা বলে বর্ণনা করা যায় না, কারণ তারা বস্তুগত (শরীরী) এবং অবস্তুগত (অশরীরী বা আত্মা) এই দুই স্বভাবের অধিকারী।

স্বর্গদূতগণ **আত্মা** বলে আমরা তাদের দেহধারী বলতে পারি না। ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদে এই বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ঃ "আমাদের এই যুদ্ধ তো কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং তা..... আকাশের সমস্ত মন্দ আত্মাদের বিরুদ্ধে।" এই পদে সেই সব মন্দ স্বর্গদূতগণের কথা বলা হয়েছে যারা শয়তানের পক্ষে কাজ করে।

শাস্ত্রে অবশ্য এরূপ ইংগিত আছে যে, স্বর্গদূতগণ অনেক সময় মানুষের আকারে নিজেদের প্রকাশ করে থাকেন (বিচার ৬ ঃ ১১-২৪ ; যোহন ২০ ঃ ১২)। কিন্তু এই প্রকার **অসাধারণ** আবির্ভাবের মানে এই নয় যে, দেহ তাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ। বরং মানুষের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় হিসেবে তারা অনেক সময় জাগতিক দেহ **ধারণ** করে থাকেন। অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ রূপে স্বর্গদূতগণের কোন দেহ নেই বলে বৃদ্ধি, বয়স অথবা মৃত্যু তাদের অজ্ঞাত।

স্বর্গদূতগণ **ব্যক্তি সত্তা**। বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি এবং ইচ্ছা, ব্যক্তিত্বের এই মৌলিক দিকগুলি তাদের মধ্যে বর্তমান। ২ শমূয়েল ১৪ ঃ ২০ পদে পুরাতন নিয়মের লোকদের দৃষ্টিতে স্বর্গদূতগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার ইংগিত পাওয়া যায়। লূক ৪ ঃ ৩৪ পদ এই ইংগিত করে যে এমন কি মন্দ দূতগণও মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ **জ্ঞানের** অধিকারী। প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১২ পদে আমরা একজন মন্দ দূতের আবেগ (ক্রোধ বা উত্তেজনা) প্রকাশের ক্ষমতা দেখতে পাই। লূক ১৫ ঃ ১০ পদে যীশু পবিত্র দূতগণের অনুভূতির এক সুস্পষ্ট প্রকাশের (আনন্দ) কথা বলেছেন। পৌলের কথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে দিয়াবল লোকদের ফাঁদে ফেলে তাদের দিয়ে নিজের ইচ্ছা পালন করাতে পারে (২ তীমথিয় ২ ঃ ২৬। এগুলি দূতগণের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিতকারী বহু শাস্ত্রাংশের কয়েকটি মাত্র।

দূতগণ লিঙ্গ বিহীন বা ক্লীব। তাদেরকে লিঙ্গ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হয় না। যদিও তাদের মধ্যে কোন কোন জনকে পুরুষ নাম দেওয়া হয়েছে (গাব্রিয়েল এবং মিখায়েল)। বাইবেল বলে যে

স্বর্গদূতগণ বিবাহ করেন না কিম্বা তাদের বিবাহ দেওয়াও হয় না (মথি ২২ ঃ ৩০)। দূতগণ যেহেতু বংশোৎপাদন করেন না, তাই তাদের একটি **জাতি** বলে নয়, কিন্তু একটি **দল বা সংঘ** বলে বর্ণনা করাই যুক্তি সংগত। আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পুরাতন নিয়মে স্বর্গদূতগণকে **ঈশ্বরের পুত্র** বলা হলেও **স্বর্গদূতগণের পুত্র** বলে কোথায়ও কোন উল্লেখ নাই (ইয়োব ১ ঃ ৬; ২ ঃ ১; ৩৮ ঃ ৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা আগেই দেখেছি যে দূতগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যীশুর উক্তি থেকে আমরা এই ইংগিত লাভ করি যে দূতগণ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। "সেই দিন ও সময়ের কথা কেউই জানে না, **স্বর্গের দূতেরাও না**" (মথি ২৪ ঃ ৩৬)। আর তাদের জ্ঞান অতিমানবিক হলেও সীমিত। পিতর আগামী গৌরবের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "এমন কি, স্বর্গদূতেরা পর্যন্ত এই সব বিষয় জানতে আগ্রহী" (১ পিতর ১ ঃ ১২)।

দূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, তাদের অপর যে কোন বৈশিষ্ট্যের চেয়ে তাদের **ক্ষমতার** উপরেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পিতর বলেছেন যে স্বর্গদূতগণ শক্তি ও ক্ষমতায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (২ পিতর ২ ঃ ১১)। গীত রচয়িতা স্বর্গদূতগণের বিষয়ে বলেন যে তারা "বলে বীর, তাঁহার (সদাপ্রভুর) বাক্য সাধক, তাহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট" (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০)। সাধু পৌল তাদেরকে "তাঁর শক্তিশালী স্বর্গদূত" বলেছেন (২ থিষলনীকীয় ১ ঃ ৭)।

মন্দ দূতগণের (পরে আমরা যাদের বিষয় আলোচনা করব) ক্ষেত্রেও **শক্তি ও ক্ষমতার** উপরে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে "... জগতের কর্তা" (যোহন ১২ ঃ ৩১), "বলবান লোক" (লূক ১১ ঃ ২১), "অন্ধকারের ক্ষমতা" (লূক ২২ ঃ ৫৩), 'অন্ধকার জগতের শক্তিশালী আত্মা ..." (ইফিষীয় ৬ ঃ ১২), "শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তি..." (লূক ১০ ঃ ১৯)। শয়তান যীশুর পরীক্ষা করবার সময়

সে যীশুকে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখিয়ে বলেছিল, "এ সবের অধিকার ও তাদের জাঁক-জমক আমি তোমাকে দেব, কারণ এসব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দিতে পারি" (লূক ৪ঃ ৬)।

সে যা হোক, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও **দূতগনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সীমিত।** এই যুগের শেষে শয়তানকে বন্দী করে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবার জন্য মাত্র একজন দূতের প্রয়োজন হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ ২-৩)। কিন্তু ঐ সময়ের পূর্বে শয়তান তার দূতদের নিয়ে প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েল ও তার দূতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শয়তান স্বর্গে এই যুদ্ধে পরাজিত হবে ও তাকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ ৭-৯)। দানিয়েল ১০ অধ্যায় অনুসারে লোক ও জাতিগণের ব্যাপারেও ভাল ও মন্দ দূতগণ সংঘর্ষে লিপ্ত। প্রধান দূত মিখায়েল (যিহূদা ৯ পদ) কিম্বা শয়তান (ইয়োব ১-২ অধ্যায়) কেউই অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়।

দূতগণের সীমাবদ্ধতার আর একটি নিদর্শন হোল **তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়।** শয়তান তার কাজ সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে যে সে "পৃথিবী পর্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ" করছিল (ইয়োব ১ঃ ৭; ১ পিতর ৫ঃ ৮)। এবং সদাপ্রভুর দূতগণ বলেন যে তারা "সমগ্র পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেছেন" (সখরিয় ১ঃ ১১)। এইরূপ একস্থান থেকে অন্য এক স্থানে ভ্রমণে সময় প্রয়োজন এবং অনেক সময় বিলম্বও করতে হয় (দানিয়েল ১০ঃ ৫, ১২-১৪)। এই সীমাবদ্ধতার কারণেই ঈশ্বরের প্রজাদের আত্মিক যুদ্ধগুলি দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে।

পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই বুঝা প্রয়োজন যে, **দূতগণ মহিমা প্রাপ্ত মানুষ নন।** বাইবেলে স্বর্গের যিরূশালেমের "হাজার হাজার স্বর্গদূত" এবং "যে সব লোকেরা পূর্ণতা লাভ করেছে সেই সব নির্দোষ লোকদের আত্মার" মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে (ইব্রীয় ১২ঃ ২২-২৩)।

ইব্রীয় ২ ঃ ১৬ পদেও এই পার্থক্য দেখা যায় ঃ "যীশু স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না, বরং অব্রাহামের বংশ ধরদেরই তিনি সাহায্য করেন।"

প্রকৃত পক্ষে, মানুষ কিছুকালের জন্য "স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা অল্পই ন্যূন" (গীতসংহিতা ৮ ঃ ৪-৫), কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষ তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে (ইব্রীয় ২ ঃ ৭)। প্রেরিত পৌল বলেন, "তোমরা কি জাননা আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব ?" (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ৩)। এই বিচারের কাজটি থেকে আমরা বুঝি যে, যারা নিম্ন পদস্থ বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ পদস্থ লোকদের বিচার করতে পারে না।

৩। যে সকল পথে স্বর্গদূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলি সীমিত, তাদের তিনটি উল্লেখ করুন।..... ....

৪। স্বর্গদূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলির (ডানে) সাথে তার বর্ণনাগুলির (বামে) মিল দেখান।

...ক) বংশোৎপাদন বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।	১। সৃষ্ট।
...খ) এক সময়ে কেবল মাত্র এক স্থানে থাকতে পারে।	২। আত্মা।
.. গ) তারা তাদের নেতার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম।	৩। ব্যক্তি সম্পন্ন।
.. ঘ) মানুষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।	৪। ক্লীব।
.. ঙ) তাদের কোন দৈহিক সত্তা নেই।	৫। বুদ্ধিমান।
.. চ) কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।	৬। শক্তিশালী।
.. ছ) পবিত্র শাস্ত্রে মানুষের সাথে তাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে।	৭। সর্বত্র বিদ্যমান নয়।
...জ) বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা শক্তির অধিকারী।	৮। মহিমাপ্রাপ্ত মানুষ নয়।

দূতগণের নৈতিক চরিত্র ঃ

দূতগণকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র শাস্ত্রের ভিত্তিতে দূতগণের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য. সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

আগের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা পবিত্র এবং মন্দ এই উভয় প্রকার দূতগণের কথা উল্লেখ করেছি। এই অংশ অধ্যয়ন করে আমরা দেখতে পাব যে সকল দূতকেই পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ তাদের পবিত্র অবস্থা থেকে পতিত হয়েছিল, আর বিশ্ব জগতের জন্য এর পরিণতি হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

বাইবেলে দূতগণের আদি অবস্থা সম্পর্কে অতি সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে। সে যা হোক, আমরা পাঠ করি যে তাঁর সৃষ্টি কাজের শেষে 'ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম" (আদি ১ ঃ ৩১)। সৃষ্টি কালে দূতগণের নিখুঁত অবস্থাও নিশ্চয় এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শাস্ত্রে তাদের শোচনীয় পতনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আসুন আমরা দূতগণের ভাল ও মন্দ কাজ করবার এবং ন্যায়াচরণের একটি মানদণ্ড মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করি।

৫। প্রতিটি শাস্ত্রাংশ পাঠ করে উক্তিটি সম্পূর্ণ করে লিখুন।

ক) যোহন ৮ ঃ ৪৪ পদ। দিয়াবলের পতনের জন্য দায়ী পাপগুলির একটি ছিল ....

খ) ২ পিতর ২ ঃ ৪ পদ। দূতগণ ..... করলে ঈশ্বর তাদের রেহাই দেন নি।

গ) যিহূদা ৬ পদ। কোন কোন দূত তাদের ..... রক্ষা না করে বরং .....

ঘ) ১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬ পদ। দিয়াবলের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তার ..... পাপ।

দূতগণ একটি পথ মনোনয়ন করেছিলেন ঃ

আমরা যেমন দেখেছি, সকল দূতগণকেই নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথমে তাদের আসক্তি বা ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি স্থির ছিল এবং তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতেন। বাইবেলে উল্লেখ করা না হলেও আমাদের বিশ্বাস এই পর্যায়ে তাদের **পাপ করবার বা না করবার** ক্ষমতা ছিল। স্পষ্টতঃই তারা তাদের পদ এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। আর তারা এ-ও অবশ্যই জানতেন যে তাদের বাধ্যতা অথবা অবাধ্যতার দ্বারাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হবে।

দূতগণের পাপ করা বা না করা,—কোন একটাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং তাদের পদরক্ষা করবার জন্য তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকতে জোর খাটানো হয়নি। তাদের মনোনয়ন ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যে সকল ঘটনাবলীর ফলে দূতগণের একটি অংশের পতন ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা বাইবেলে পাই না। কিন্তু প্রেরিত পৌল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বলে এই ইংগিত করেছেন যে, তার অতিরিক্ত আত্ম অহংকারের কারণেই দিয়াবলের পতন ঘটেছিল (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬)।

কতিপয় শাস্ত্রাংশ, যেগুলি প্রধানতঃ জগতের রাজাদের প্রতি ইংগিত করে সেগুলি এর দ্বারা শয়তানকেও প্রতীকীকৃত করে থাকে বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১২-১৯ পদে নিজের সৌন্দর্যের জন্য অতিরিক্ত অহংকার হেতু সোরের রাজার পতন ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অহংকার তার নিজেকে সঠিক পথে চালনা করবার, অথবা ন্যায় বিচার সম্পাদনের ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

যিশাইয় ১৪ ঃ ১২-১৫ পদ অনুসারে অতিরিক্ত অহংকার ও উচ্চাকাঙ্খা হেতু বাবিলের রাজার ধ্বংস হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি প্রতীকের আকারে শয়তানের পতনের প্রতি ইংগিত করুক বা না-ই

করুক, আমরা এটুকু জানি যে, কোন কোন দূত তাদের নিজেদের ইচ্ছায় ক্ষমতার পদ ও তাদের স্বর্গীয় আবাস পরিত্যাগ করাকে বেছে নিয়েছিল (যিহূদা ৬ পদ)।

যে মনোভাব শয়তানকে পাপ কাজে চালিত করেছিল তা বহু সংখ্যক দূতকেও প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৪ পদ সম্ভবতঃ এই ঘটনার ইংগিত করে, যখন এক-তৃতীয়াংশ দূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। সে কথা বাদ দিলেও আমরা জানি যে শয়তান হচ্ছে প্রতারণার আধ্যাত্মিক গুরু (যোহন ৮ ঃ ৪৪)। শয়তান এবং অপরাপর যে দূতগণ বিদ্রোহী হয়েছিল তারা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে তা বেছে নিয়েছিল, তা ঈশ্বরের স্বার্থে ঈশ্বরের মনোনয়ন ছিল না। এর ফল হয়েছিল শোচনীয় এবং তাদের দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল ঃ "স্বর্গদূতেরা যখন পাপ করেছিল তখন ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দেন নি" (২ পিতর ২ ঃ ৪)।

মানুষের আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে পরিত্রাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল পতিত দূতগণ তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অপবিত্র দূতগণ এখনও সেই "পাপাত্মার" (মথি ৬ ঃ ১৩, ১৩ ঃ ৯ ; ১ যোহন ৫ ঃ ১৮-১৯) জগতে বাস করে। তাদের এই অব্যাহত অস্তিত্ব ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করবার, অথবা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ অবহেলা করবার বিপদ সম্পর্কে আমাদের সর্বদা হুশিয়ার করে, পরবর্তী অংশে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

এইরূপে কিছু সংখ্যক দূত পাপ করেছিল, দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং "দিয়াবল ও তার দূতগণের" অংশ হয়েছিল (মথি ২৫ ঃ ৪১)। অন্যেরা যারা পাপ করেননি, তারা পবিত্র দূত হিসেবে পিতার সঙ্গে ছিলেন (মার্ক ৮ ঃ ৩৮)। শাস্ত্রে স্বর্গদূতদের অপর কোন বিদ্রোহ ও দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তাই স্বর্গদূতগণ তাদের সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছেন বলে দেখা যায় ; অর্থাৎ, যারা স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সাধন করাকে বেছে নিয়েছেন তারা এখন চিরদিনের জন্য পবিত্র আর যারা তাদের নিজেদের স্বার্থকে বেছে নিয়েছিল তারা এখন চিরকালের জন্য মন্দ।

যে দূতগণ ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক রক্ষা, স্বর্গে পিতাকে দর্শন করা (মথি ১৮ ঃ ১০), এবং তাঁর ইচ্ছা সাধন করাকে বেছে নিয়েছিলেন তারাই হলেন **পবিত্র** দূত। তাদের আলোর দূত বলে গণ্য করা হয় (শয়তান যাদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বা প্রতি-নিধিত্ব করতে চেষ্টা করে—২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৪)।

৬। নীচের যে উক্তিগুলি পবিত্র শাস্ত্র কর্তৃক **সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত,** প্রসংগ থেকে **প্রাপ্ত ইংগিত** বা প্রতীকী ভাষা, অথবা **কোন ভাবেই সমর্থিত নয়,** তা নির্বাচন করুন।

১। স্পষ্টরূপে সমর্থিত।
২। প্রাপ্ত ইংগিত।
৩। কোন ভাবেই সমর্থিত নয়।

.. ক) অতিরিক্ত আত্ম অহংকার হেতু দিয়াবলের পতন ঘটেছিল।
.. খ) দূতগণকে নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।
.. গ) স্বর্গদূতগণের এক-তৃতীয়াংশ শয়তানের অনুগামী হওয়াকে বেছে নিয়েছিল।
.. ঘ) সকল পতিত দূতগণ মন পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।
.. ঙ) সকল দূতগণ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করবার কিম্বা না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
.. চ) যে দূতগণ পাপ করেছিল ঈশ্বর অবিলম্বে তাদের দণ্ড ঘোষণা করেছিলেন।
... ছ) সকল দূতগণ পাপ করবার কিম্বা না করবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাতে তারা স্থির।
. জ) শয়তানকে আলোর দূত বলে গণ্য করা হয়।
.. ঝ) পবিত্র দূতগণ যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করেন মন্দ দূতগণ তেমনি শয়তানের ইচ্ছা সাধন করে।
.. ঞ) তাঁকে সৃষ্টি করবার সময় থেকেই শয়তান মন্দ ছিল।

দূতগণের সংখ্যা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এমন একটি উক্তি মনোনীত করতে পারা, দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে যা বাইবেলের শিক্ষার সার বর্ণনা করতে পারা।

পবিত্র ও অপবিত্র দূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী আরও কাছ থেকে লক্ষ্য করবার আগে আসুন দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে বাইবেল কি বলে দেখি। বাইবেলে দূতগণের কোন সঠিক সংখ্যা দেওয়া না হলেও আমরা জানি যে তারা অতি বহু সংখ্যক। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমরা বাইবেলে এই উল্লেখগুলি পাই ঃ

১। ইলীশায় এবং তার দাস যখন দোথনে শক্তিশালী অরামীয় সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁর দাসদের রক্ষা করবার জন্য আরও অধিক সংখ্যক দূতদের পাঠিয়েছিলেন (২ রাজাবলী ৬ ঃ ১৪-১৭)।

২। গীত রচয়িতার মতে, "ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ" (গীতসংহিতা ৬৮ ঃ ১৭)।

৩। ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করবার সময় মোশি সদাপ্রভুর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন তিনি "অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন" (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ঃ ২)।

৪। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দর্শনে দানিয়েল অনেক দিনের বৃদ্ধকে (ঈশ্বরকে) বিচার সিংহাসন গ্রহণ করতে দেখেন। দানিয়েল এর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল" (দানিয়েল ৭ ঃ ১০)।

৫। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক তার পাঠকদের জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে আসবার গৌরবময় সুযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাঁর সামনে আনন্দপূর্ণ "অযুত অযুত দূত" দণ্ডায়মান (ইব্রীয় ১২ ঃ ২২)।

৬। পরিশেষে, ঈশ্বর প্রিয় শিষ্য যোহনকে তাঁর স্বর্গীয় রাজ সভার দর্শন দিয়েছিলেন, যার বিষয়ে যোহন লিখেছেন ঃ "পরে আমি

দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণী বর্গের ও প্রাচীন বর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম ; তাহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র" (প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১১)।

বাইবেলের এই সমস্ত নিদর্শন থেকে আমরা দেখি যে স্বর্গদূত বা পবিত্র দূতগণের সংখ্যা অতি বিরাট এছাড়াও আমরা জানি যে, শয়তানের ও মন্দ দূতগণের বাহিনী আছে আর তাদের সংখ্যাও অনেক (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২)।

৭। দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে আমরা বাইবেলে কি শিক্ষা পাই ?

ক) যত সংখ্যক দূত ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিল তার চেয়ে বেশী সংখ্যক দূতের পতন ঘটেছিল।

খ) গণনা করা যায়না এমন বহু সংখ্যক ভাল ও মন্দ দূত আছে।

গ) বহু দূত ঈশ্বরের সেবা করে ; মন্দ অল্প কয়েকজন শয়তানের সেবা করে।

ঘ) দূতগণের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

দূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী ঃ

সংগঠনের প্রমাণ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ পবিত্র দূতগণের সংগঠিত কার্যাবলী বর্ণনাকারী উক্তিগুলি নির্বাচন করতে পারা।

তাদের উপরে অর্পিত বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য যে আত্মিক শক্তি সমূহের এক ফলপ্রসূ সংগঠন রয়েছে এ সম্পর্কে বহু শাস্ত্রীয় নিদর্শন বর্তমান। এদের কয়েকটি নীচে দেওয়া হোল ঃ

১। ১ রাজাবলী ২২ ঃ ১৯ ; মীখা ভাববাদী দূতগণের সংগঠিত অবস্থার বিষয় কিছুটা প্রকাশ করেছেন ঃ "আমি দেখিলাম, সদাপ্রভু তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান।" ঈশ্বর স্বর্গের সমস্ত বাহিনী (দূতগণ) পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট।

২। মথি ২৬ঃ৫৩; যীশু পিতরকে বলেছেনঃ "আর তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার কাছে বিনতি করিলে তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন না?" এ থেকে আমরা রোমীয় সেনা বাহিনীর অনুরূপ সুসংগঠিত বা সুবিন্যস্ত স্বর্গদূত বাহিনীর চিত্র পাই। এ থেকে আরও ইংগিত পাওয়া যায় যে দূতগণ সর্বদা সজাগ, স্বর্গীয় পিতার আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত।

৩। লূক ২ঃ৮-১৪; যে স্বর্গদূত রাখালদের কাছে আবির্ভূত হয়ে যীশুর জন্ম সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন হঠাৎ তার সঙ্গে "স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল" এসে যোগ দিয়েছিল। তারপর বার্তাবাহক বিশেষ দূত এবং ঐ বিশেষ স্বর্গদূতগণের দল মিলিত ভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে লেগেছিল। ঐ স্বতন্ত্র স্বর্গদূত এবং দূতগণের দলটি স্পষ্টতঃই স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সাধন করেছিল এবং তাদের যার যে দায়িত্ব তা সম্পাদন করেছিল।

৪। প্রকাশিত বাক্য ১৯ঃ১০-১৪; প্রভুর পুনরাগমন সময়ে বিজয়ী স্বর্গদূত বাহিনীর যে দর্শন সাধু যোহন দেখেছিলেন তাও নিয়মনিষ্ঠা, শৃংখলা, সংগঠন, কর্তৃত্ব এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করেঃ "স্বর্গস্থ সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করে, তাহারা শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহী, এবং শ্বেত শুচি মসীনা বস্ত্র পরিহিত।"

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন এখানে উল্লিখিত শাস্ত্রাংশগুলি পবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধতার বিষয় বলে। পরে এই পাঠে আমরা দেখব যে মন্দ দূতগণও একইরূপ সংঘবদ্ধ, তবে তাদের সংঘবদ্ধতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

পবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধ কার্যঃ

আমরা যেহেতু পবিত্র ও অপবিত্র বা মন্দ এই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দূতদের সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাই আমরা প্রথমে পবিত্র

দূতগণের কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। তারা কি কাজ করে তা জানতে পারলে এই কাজ করবার জন্য তারা কিরূপে সংগঠিত হয়েছে তাও আরও ভালভাবে বুঝতে পারব।

স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের আরাধনা করেন। শাস্ত্রে স্বর্গদূতগণের সম্বন্ধে যে সকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে তারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর আরাধনা করছে (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০ ; ১৪৮ ঃ ২ ; যিশাইয় ৬ ঃ ১-৭)। তারা উচ্চ রবে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা পাবার যোগ্য। তারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর জানে, তাঁর বিভিন্ন দানের জন্য ও মানব জাতির পরিত্রাণ সাধনে তাঁর ব্যবহৃত উপায়গুলির জন্য তাঁর আরাধনা করে। (প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১৩-১৪ পদের সাথে ৫ ঃ ৯-১২ পদের তুলনা করুন।)

পবিত্র দূতগণ জগতে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ সৃষ্টি কাজের জন্য (ইয়োব ৩৮ ঃ ৭), পাপীদের পরিবর্তীত করে তাদেরকে নিজ পরিবার ভুক্ত করবার সুন্দর আশ্চর্য কাজের জন্য (লূক ১৫ ঃ ১০) আনন্দ করে। স্বর্গকে এক মহিমাপূর্ণ মন্দির রূপে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে পবিত্র দূতগণ হচ্ছে **স্বর্গীয় ধর্মসভা।** সেখানে তারা ঈশ্বরের সামনে থাকে এবং তাঁর আরাধনা ও প্রশংসাগান করে (মথি ১৮ ঃ ১০)।

স্বর্গদূতগণ সেবাকারী আত্মা। স্বর্গদূতগণ কেবল মাত্র ঈশ্বরে ও তাঁর কাজের জন্যই আনন্দ করে না, অধিকন্তু তারা তার ইচ্ছাও সাধন করে (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০)। যারা পরিত্রাণের অধিকারী হবে, সেবাকারী আত্মারূপে স্বর্গদূতগণকে তাদের কাছে পাঠানো হয় (ইব্রীয় ১ ঃ ১৪)। যেমন পুরাতন নিয়মে তেমনি নূতন নিয়মে দূতগণের এই সেবার কথা আছে ঃ

১। জেলখানায় আটক অত্যন্ত বিপদ জনক অবস্থার মধ্যে প্রেরিত পৌল একজন দূতের কাছ থেকে **উৎসাহ** লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ২৭ ঃ২৩-২৪)।

২। ফিলিপ একজন স্বর্গদূতদের দ্বারা **পরিচর্যার নির্দেশ** লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ৮ ঃ ২৬)।

৩। ঈশ্বরের আরও তৃপ্তিজনক একটি স্থানের অনুসন্ধানে একজন স্বর্গদূত কর্ণীলিয়কে **সাহায্য করেছিল** (প্রেরিত ১০ ঃ ৩-৭)।

৪। একজন স্বর্গদূত অলৌকিক পথে পিতরকে **উদ্ধার** করেছিল (প্রেরিত ১২ ঃ ৭-১০)।

৫। যীশু বাইবেলে উল্লিখিত কমপক্ষে দু'টি সময়ে দূতগণের দ্বারা **শক্তিলাভ** করেছিলেন (মথি ৪ ঃ ১১ ; লূক ২২ ঃ ৪৩)।

৬। পবিত্র দূতগণের এক বাহিনীর দ্বারা ইলীশায়কে শক্তিশালী সিরীয় সৈন্যদলের হাত থেকে **রক্ষা** করা হয়েছিল (২ রাজাবলী ৬ ঃ ৮-২৩)।

৭। অবীমেলকের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরে দায়ূদ স্বীকার করেছেন (১ শমূয়েল ২১ ঃ ১০-২২ ঃ ১) যে, স্বর্গদূতগণ তাকে **রক্ষা ও উদ্ধার** করেছে (গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ৭ দ্রষ্টব্য)।

দূতগণ শাস্তি প্রদানের মাধ্যম। ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধনের ব্যাপারে ঈশ্বরের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার দ্বারা দূতগণ বিচারের মাধ্যম রূপেও কাজ করে থাকে। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ২ রাজাবলী ১৯ ঃ ৩৫ পদে ঃ "সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন।" আবার প্রেরিত ১২ ঃ ২৩ পদে আমরা পাঠ করি ঃ "হেরোদ ঈশ্বরের গৌরব করেননি বলে তখনই প্রভুর একজন দূত তাকে আঘাত করলেন, আর কীট ভক্ষিত হয়ে তিনি মারা গেলেন।"

আরও বহু শাস্ত্রাংশ আছে যেগুলি যেমন অতীত তেমনি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের যত্ন ও তত্ত্বাবধানের এবং বিচারের মাধ্যম রূপে এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমন কালে তাঁর সঙ্গী বিশেষ বাহিনীরূপে দূতগণের বিষয় উল্লেখ করে।

৮। পবিত্র দূতগণ নীচের কোন্ কাজগুলির সাথে জড়িত? তারা—

ক) ঈশ্বরের আরাধনা, প্রশংসা এবং তাঁর ইচ্ছা সাধন করে।

খ) সেবাকারী আত্মারূপে পৃথিবীতে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের সেবা করে।

গ) মানুষকে পাপের চেতনা দিয়ে তাদের মন পরিবর্তনের পথে নিয়ে যায়।

ঘ) ঈশ্বরের লোকদের রক্ষা করে, উদ্ধার করে, পরিচালনা দেয়, এবং উৎসাহ ও শক্তি দান করে।

ঙ) ঈশ্বরের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার দ্বারা বিচারের মাধ্যম রূপে কাজ করে।

জাতিগণের বিভিন্ন ব্যাপারে দূতগণ প্রভাব বিস্তার করে। দানিয়েল ১০ ঃ ১৩ ও ২০ পদ থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে বিভিন্ন জাতির উপরে মন্দ দূতগণের আধিপত্য রয়েছে, আর পবিত্র দূতগণ তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। এই শাস্ত্রাংশগুলি এবং দানিয়েল ১০ ঃ ২১-১১ ঃ ১ পদ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জাতিগণের উপরে বিভিন্ন দূতগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। দানিয়েল পুস্তকের এই অংশগুলিকে ইফিষীয় ১ ঃ ২১; ৬ ঃ ১২; এবং কলসীয় ১ ঃ ১৬; ২ ঃ ১৫ পদের সাথে তুলনা করে আমরা দেখি যে, স্বর্গীয় এলাকাগুলিতে সদা-সর্বদা আত্মিক যুদ্ধ চলছে। মন্দ শক্তি সমূহ নারী-পুরুষের মন ও অনুভূতিকে—বস্তুতঃ তাদের অনন্ত প্রাণকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এই সমস্ত যুদ্ধ মঞ্চস্থ করে।

কোন কোন সময় এই যুদ্ধ এতই প্রবল রূপ ধারণ করে যে **প্রধান দূত** স্বয়ং এর দায়িত্ব নেয়। যিহূদা ৯ পদে **মিখায়েলকে** প্রধান দূত বলা হয়েছে, তিনিই পবিত্র দূতগণের **নেতা**। তাকে ইস্রায়েল জাতির রাজা বা অধ্যক্ষ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার কাজ হোল এই জাতিকে রক্ষা করা এবং এর সমৃদ্ধি সাধন করা (দানিয়েল ১০ ঃ ১৩, ২১; ১২ ঃ ১)। প্রভুর আগমন কালে তার বিজয়-রব শোনা যাবে (১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬)।

শাস্ত্রে শুধুমাত্র দুইজন দূতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ মিখায়েল, যিনি প্রধান দূত, এবং **গাব্রিয়েল** যাকে একজন বিশেষ বার্তাবাহক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে (দানিয়েল ৮ ঃ ১৬ ; ৯ ঃ ২১ ; লূক ১ ঃ ১৯, ২৬)। নাম উল্লেখ করা হয়নি এমন আরও অনেক বার্তাবাহক দূত এই কাজ করে থাকেন।

পবিত্র দূতগণের অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে বাইবেলে অতি সামান্য নিদর্শন আছে ঃ

১। **করূবগণ** (আদি ৩ ঃ ২৪ ; ২ রাজাবলী ১৯ ঃ ১৫ ; যিহিষ্কেল ১০ ঃ ১-২২ ; ২৮ ঃ ১৪-১৬)। করূবগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের তত্বাবধায়ক। এক করূব এদন উদ্যানের প্রবেশ পথ পাহারা দিতেন।

২। **সরাফগণ** (যিশাইয় ৬ ঃ ২, ৬)। সরাফগণ ঈশ্বরের আরাধনায় নেতৃত্ব দান করেন। সন্তোষ জনক আরাধনা ও সেবার জন্য উদ্ধার প্রাপ্ত লোকদের শুচি ও পবিত্র করাই তাদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

৩। **প্রহরীবর্গ** (দানিয়েল ৪ ঃ ১৩, ১৭)। তাদের কাজ বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট। তারা বিশ্বস্ত ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের বানী বা সংবাদ বয়ে আনেন।

৪। **জীবন্ত প্রাণী** (প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ৬-৯ ; ৬ ঃ ১-৭ ; ১৫ ঃ ৭)। এই দূতগণ সরাফ, করূব এবং সাধারণ দূতগণ থেকে ভিন্ন। তারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁর বিচার পরিচালনা করেন এবং তাঁর সিংহাসনের চারপাশে সদা সক্রিয়।

সব মিলে এই পবিত্র দূতগণের সমষ্টি সুষ্ঠভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন এবং তাঁর প্রজাদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তারা সদা প্রস্তুত।

৯। ডান পাশের নাম বা শ্রেণীগুলির বাম পাশের বর্ণনাগুলি মেলান।

...ক) এরা বিশেষ বার্তাবাহক এবং বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত।	১। মিখায়েল
	২। গাব্রিয়েল
...খ) একজন বিশেষ বার্তাবাহক স্বর্গদূত।	৩। পবিত্র দূতগণ
...গ) এই দূতগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের তত্ত্বাবধায়ক।	৪। করূবগণ।
...ঘ) এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে কর্মব্যস্ত এবং কতিপয় বিচার পরিচালনা করেন।	৫। সরাফগণ
	৬। প্রহরীগণ
...ঙ) সাধারণ ভাবে যে দূতগণ ঈশ্বরের মুখ দর্শন করেন, তাঁর আরাধনা করেন এবং তাঁর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকেন।	৭। জীবন্ত প্রাণী
...চ) যে দূতগণ বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের সামনে লোকদের পবিত্রতা ও সন্তোষ জনক আরাধনার সাথে সংশ্লিষ্ট।	
...ছ) ইস্রায়েল জাতির বিশেষ নেতা বা অধ্যক্ষ।	

দূতগণের কার্যাবলীর বিস্তার ঃ

পবিত্র দূতগণের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত করবার আগে তাদের কার্যাবলীর **পরিধি বা বিস্তার** সম্পর্কে আমরা শাস্ত্র থেকে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছি তাদের কয়েকটি উল্লেখ করা বান্‌ছনীয়।

প্রথমতঃ, পবিত্র দূতগণ সেবাকারী আত্মা, তারা ঈশ্বরের প্রজা ও তাঁর মণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধানের কার্য করেন। ইব্রীয় ১ ঃ ৭ পদে আছে ঃ "তিনি আপন দূতগণকে বায়ু স্বরূপ করেন, আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখা স্বরূপ করেন।" (গীতসংহিতা ১০৪ ঃ ৪ পদ ও দ্রষ্টব্য)। অন্য কথায়, ঈশ্বর তাঁর সাধারণ কার্যে নয়, কিন্তু তার আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের কাজে তাঁর বার্তাবাহক রূপে ব্যবহার করেন (দ্রিঃ বিঃ ৩৩ ঃ ২, প্রেরিত ৭ ঃ ৫৩, গালাতীয় ৩ ঃ ১৯, এবং

ইব্রীয় ২ ঃ ২)। মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপারে দূতগণের **হস্তক্ষেপ** বা অংশ গ্রহণ আকস্মিক এবং ব্যতিক্রমী। দূতগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ ক্রমেই এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তারা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে প্রতিবন্ধক হননা।

দ্বিতীয়তঃ, দূতগণের ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং তাঁরই উপরে নির্ভরশীল, আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-কানুন মোতাবেক এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। দূতগণ ঈশ্বরের মত সৃষ্টি কাজ করতে, অন্য একজনের কর্তৃত্ব (ঈশ্বর) ব্যতিরেকে কাজ করতে, হৃদয় অনুসন্ধান করতে, কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন করতে পারেন না। তারা সরাসরি ভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতেও পারেন না—তা পবিত্র আত্মার কাজ। দূতগণের কাজ স্পষ্টতঃই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ শাস্ত্র থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন সন্ধিক্ষণ গুলিতে ও তার আগে সাধারণতঃ দূতগণের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সময় আমরা দূতগণের কাজ দেখতে পাই ঃ

—সৃষ্টি কালে (ইয়োব ৩৮ ঃ ৭)।
—ব্যবস্থা বা আইন-কানুন প্রদানের সময় (গালাতীয় ৩ ঃ ১৯)।
—খ্রীষ্টের জন্মের ঠিক পূর্বে ও জন্মের সময়ে (লূক ১ ঃ ১১, ২৬ ; ২ ঃ ১৩)।
—মরু প্রান্তরে যীশুর পরীক্ষার সময়ে এবং গেৎশিমানী বাগানে (মথি ৪ ঃ ১১ ; লূক ২২ ঃ ৪৩)।
—পুনরুত্থানের সময়ে (মথি ২৮ ঃ২)।
—স্বর্গারোহণের সময়ে (প্রেরিত ১ ঃ ১০-১১)।
—খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণের পূর্বে শেষ কালীন সময়ে (এই সময়ে দূতগণের কাজ সম্পর্কে প্রকাশিত বাক্য এবং মথি লিখিত সুসমাচারে বহু উল্লেখ আছে)।

১০। নীচের যে উক্তিগুলি পবিত্র দুতগণের কাজ বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন। তারা

ক) ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা করেন।

খ) বিশেষ সেবাকারী হিসেবে ঈশ্বরের যত্ন ও তত্বাবধানের কাজ করেন।

গ) ব্যবস্থা প্রদানের সময় বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন।

ঘ) সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

ঙ) মানুষের মনকে প্রভাবিত করবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হন।

চ) সরাসরি ভাবে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবার জন্য দায়ী।

ছ) ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলিতে বিশেষ ভাবে জড়িত।

জ) আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলী বাতিল ও পরিবর্তন করেন।

অপবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধ কার্যাবলী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ অপবিত্র দুতগণ ও তাদের নেতার কার্যাবলী ও পরিণতি সম্পর্কে যে উক্তিগুলি ঠিক সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

বাইবেলে আমরা যেমন দেখি যে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং পরিচারকবর্গ আছে, তেমনি আরও দেখতে পাই যে অন্ধকারের আত্মাদের জগতে দিয়াবলের ও সংগঠন রয়েছে। বিরক্তির সাথে কেউ মন্তব্য করেছেন যে শয়তান হচ্ছে "উল্লুকের ন্যায় ঈশ্বরের হীন অনুকরণকারী। শয়তানের একটি সিংহাসন আছে (প্রকাশিত বাক্য ২ ঃ ১৩)। পবিত্র শাস্ত্রে তাকে "জগতের অধিপতি" (যোহন ১৪ ঃ ৩০; ১৬ ঃ ১১) এবং "আকাশের কর্তৃত্বাধিপতি" (ইফিষীয় ২ ঃ ২) বলা হয়েছে। সে এক মন্দ সংগঠনের নেতা। বাইবেল বলে যে তার নিজের দূতগণ আছে (মথি ২৫ ঃ ৪১) আর তারা ঈশ্বরের বিপক্ষে (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-৯)।

প্রেরিত পৌলের পত্রগুলিতে এই মন্দ সংঘের বিষয়ে আর ও অনেক নিদর্শন আছে। কলসীয় ১ ঃ ১৬ পদে তিনি "সিংহাসন হউক, কি

প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক" বলে এদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদে আছে "…আধিপত্য সকলের কর্তৃত্ব সকলের… এই অন্ধকারের জগৎপতিদের ……স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের…।" খ্রীষ্ট ক্রুশের মাধ্যমে এই একই "আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল" দূর করেছেন (কলসীয় ২ ঃ ১৫)। এদের প্রতিটি উল্লেখে আমরা ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের স্তরের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীগত সংগঠনের নিদর্শন দেখতে পাই। এই মন্দ সংঘ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আর শয়তানের এই শক্তিগুলি সর্বদা ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের বিপক্ষতা করে। তাদের নেতাকে লক্ষ্য করবার দ্বারা আমরা অপবিত্র দূতগণের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি।

তাদের নেতা ঃ

অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বরের বিপক্ষে এবং তারা তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট। তাদের নেতাকে যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা এর নিদর্শন পাই ঃ

১। তাকে **শয়তান** বলা হয়েছে, যার মানে **শত্রু** অথবা **বিপক্ষ**। সে প্রথমতঃ **ঈশ্বরের** শত্রু, সে **মানুষেরও** শত্রু (সখরিয় ৩ ঃ ১; মথি ১৩ ঃ ৩৯; ১ পিতর ৫ ঃ ৮)।

২। তাকে **দিয়াবল** বলা হয়েছে, যার মানে **অপবাদক** (যে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ রটনা করে)। সে মানুষের কাছে ঈশ্বরের দোষ দেয় (আদি ৩ ঃ ১-৪) এবং ঈশ্বরের কাছে মানুষের দোষ দেয় (ইয়োব ১ ঃ ৯, ১৬, প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১০)।

৩। যেহেতু সে মানুষকে পাপ কাজের **লোভ দেখায়** (পরীক্ষায় ফেলে) তাই তাকে বলা হয়েছে **পরীক্ষক** (প্রলুব্ধকারী)। পাপের পক্ষে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখানো এবং তেমনি এর দ্বারা যে বিরাট সুবিধা লাভ করা যেতে পারে তা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করাই তার প্রথা (মথি ৪ ঃ ৩; ১ থিষলনীকীয় ৩ ঃ ৫)।

সে সীমিত সামর্থ্যের অধিকারী, সর্বশক্তিমান নয়, সর্বজ্ঞ নয়,

অথবা সর্বত্র বিদ্যমান নয় বলে দিয়াবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। স্পষ্টতঃই সে সরাসরি ভাবে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে পারে না, আর তাই সে ঈশ্বরের সৃষ্টির শিরোমণি মানুষকে আক্রমণ করে বিভিন্ন পথে ঃ

—সে মিথ্যা বলে (যোহন ৮ ঃ ৪৪ ; ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩)।
—সে পরীক্ষায় ফেলে (লাভ দেখায়) (মথি ৪ ঃ ১)।
—সে চুরি করে (মথি ১৩ ঃ ১৯)।
—সে পীড়ন করে (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৭)।
—সে বাধা প্রদান করে (১ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১৮)।
—সে চালুনী দিয়ে চালে (আলাদা করে, ভিন্ন করে) (লূক ২২ ঃ ৩১)।
—সে ভূমিকার অভিনয় করে (সে যা নয় তাই হবার ভান করে) যেন মানুষকে প্রতারণা করতে পারে (২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৪)।
—সে দোষ দেয় (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১০)।
—সে রোগ-যন্ত্রণা দেয় (লূক ১৩ ঃ ১৬)।
—সে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও তা অধিকার করে রাখে (যোহন ১৩ ঃ ২৭)।
—সে বধ করে এবং গ্রাস করে (যোহন ৮ ঃ ৪৪, ১ পিতর ৫ ঃ৮)।

আমরা যেমন দেখেছি, শয়তান অন্য আরও অনেক মন্দ দূতগণকে পরিচালনা করে। সে যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল এরা ও হয়ত তখন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে তা বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছিল বলে দেখা যায়। যে অপবিত্র দূতগণ তাদের স্বর্গীয় বাসস্থান ও ক্ষমতার পদ রক্ষা না করে (বিচার ৬) এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে শয়তানকে অনুসরণ করেছিল। তারা তাদের বিদ্রোহী মনোভাবে স্থির ও অটল থেকে যে তাদের প্রতারণা করেছে তাদের সেই নেতাকেই তারা পরিপূর্ণ সমর্থন দান করেছিল, আর তার মন্দ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা স্বেচ্ছায় তাকে তাদের সেবা দান করেছিল।

১১। ডান পাশের নাম বা বিশেষণ গুলির সাথে বাম পাশে তাদের বর্ণনা গুলি মেলান।

··ক) দিয়াবলের আক্রমণের লক্ষ্য—ঈশ্বরের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের এটাই পথ।

··খ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে দিয়াবলের সহকর্মীদের একজন।

···গ) এর মানে **'শত্রু'** অথবা যে বিপক্ষতা করে।

·· ঘ) যে অপরকে পাপ কাজে প্রলুব্ধ করে তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

···ঙ) যে অপরের নিন্দা করে বা মিথ্যা অপবাদ রটায় তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১) শয়তান
২) দিয়াবল
৩) পরীক্ষক
৪) মানুষ
৫) মন্দ দূত

তাদের কার্যাবলী ঃ

শয়তানের অন্ধকার রাজ্যের সেনাবাহিনী রূপে অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বর, তাঁর প্রজা এবং তাঁর পরিকল্পনার প্রবল বিরোধিতায় লিপ্ত (মথি ২৫ ঃ ৪১, ইফিষীয় ৬ ঃ ১২, প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২)। অপবিত্র দূতগণ এবং ভূত-প্রেতের মধ্যে পার্থক্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এরা যে এক ও অভিন্ন নয় তার কোন প্রমাণ নেই।

অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর প্রজাদের পৃথক করতে চায় (রোমীয় ৮ ঃ ৩৮)। তারা পবিত্র দূতগণের বিপক্ষতা করে (দানিয়েল ১০ ঃ ১২ ; ১১ ঃ ১), লোকদের শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি দ্বারা যন্ত্রণা দেয় (মথি ৯ ঃ ৩৩ ; ১২ ঃ ২২ ; মার্ক ৫ ঃ ১-১৬ ; লূক ৯ ঃ ৩৭-৪২), মিথ্যা শিক্ষা প্রচার করে (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২, ১ তীমথিয় ৪ ঃ ১), এবং লোকদের, এমন কি জীব-জন্তুদের মধ্যেও প্রবেশ করে (মথি ৪ ঃ ২৪, মার্ক ৫ ঃ ৮-১৪, লূক ৮ ঃ ২, প্রেরিত ৮ ঃ ৭ ; ১৬ ঃ ১৬)।

অপবিত্র দূতগণের মন্দ প্রকৃতি সত্ত্বেও ঈশ্বর কখনো কখনো পাপাচারী লোকদের শাস্তি দেবার জন্য (গীতসংহিতা ৭৮ ঃ ৪৯, ১ রাজাবলী ২২ ঃ ২৩) এবং ভাল লোকদের সংশোধন ও শাসন করার জন্য (ইয়োব

১ ও ২ অধ্যায় ; ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৫)। অপবিত্র দূতগণকেও ব্যবহার করে থাকেন।

তাদের পরিণতি ঃ

যে লোকেরা নৈতিকভাবে মন্দ তাদের কি হবে অপবিত্র দূতগণ তার উদাহরণ। নীচের শাস্ত্রীয় নিদর্শনগুলি অপবিত্র দূতগণের পরিণতি বর্ণনা করে ঃ

—যে মন্দ আত্মারা (ভূতেরা) দুই জন লোকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তারা চেঁচিয়ে যীশুকে বলল "আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্বে আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন ?" (মথি ৮ ঃ ২৯)।

—যীশু বলেছেন, "দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে…" (মথি ২৫ ঃ ৪১)।

—পৌল আমাদের বলেন যে, "তখন সেই অধর্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু……সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন" (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৮)।

—যাকোব বলেন, "ভূতেরাও…বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে" (যাকোব ২ ঃ ১৯)।

—যোহন বলেন, "দিয়াবল তোমাদের নিকটে নামিয়া গিয়াছে ; সে অতিশয় রাগাপন্ন,……তাহার কাল সংক্ষিপ্ত" (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১২)।

—যোহন উপসংহারে বলেন, "তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবা-রাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে, (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১০)।

১২। উল্লিখিত শাস্ত্রাংশ পাঠ করে উক্তিগুলি পূর্ণ করুন।

ক) ২ পিতর ২ ঃ ৪ পদ। ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু ………. ফেলিয়া… ………. রক্ষিত হইবার জন্য… ……………… ………… সমর্পণ করিলেন।

খ) যিহূদা ৬ পদ। যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি …….. ………………… ঘোর…… ……… ……… …………

অন্তকালীয় শৃংখলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

গ) গীতসংহিতা ৭৮ ঃ ৪৯ পদ। ঈশ্বর তাঁর বিচার সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন ....।

ঘ) মথি ৮ ঃ ১৬ পদ ; মার্ক ৯ ঃ ২৫-২৬ পদ। মন্দ আত্মারা লোকদের মধ্যে ....।

ঙ) লূক ১৩ ঃ ১০-১৬ পদ। মন্দ আত্মারা লোকদের .... পারে।

চ) প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২ ; ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদ। শয়তান ও অপবিত্র দূতগণ ....
উভয় স্থানে সক্রিয়।

মন্দ দূতগণের কার্যাবলী এবং পরিণতি সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ণের উপর ভিত্তি করে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছি ঃ

১। আমরা অবশ্যই দিয়াবলের দ্বারা প্রতারিত ও পরাজিত হব না (২ করিন্থীয় ২ ঃ ১১)। আমরা অবশ্যই দিয়াবলকে আমাদের জীবনে স্থান দেব না (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৭)। আমাদের বরং ঈশ্বরের সকল যুদ্ধ-সজ্জা ব্যবহার করে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে (যাকোব ৪ ঃ ৭ ; ইফিষীয় ৬ ঃ ১০-১৮)।

২। দিয়াবলের সম্বন্ধে আমরা কখনো হালকাভাবে কথা বলব না (যিহূদা ৮, ৯ পদ), কিম্বা তার দ্বারা বিশ্বাসীর আত্মিক জীবন ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখব না। বরং আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রুশের উপরে যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছেন (ইব্রীয় ২ ঃ ১৪) এবং ঐ বিজয়ের উপরে ভিত্তি করেই বিশ্বাসে আমরা জীবন যাপন করি।

৩। শয়তান ও মন্দ দূতগণের ক্ষমতার সময় ও বিস্তার ঈশ্বর কর্তৃক সীমিত। তারা সর্বশক্তিমান নয়, সর্বজ্ঞ নয়, কিম্বা সর্বত্র বিদ্যমানও নয়।

৪। বিশেষভাবে প্রকাশিত না হলে আমরা অবশ্যই রোগ-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দিয়াবল ও তার দূতগণের কাজ বলে বিবেচনা করব না। তাদের মন্দ কাজের ক্ষমতা থাকলেও তা সীমাবদ্ধ।

৫। তারা ঈশ্বরের বিপক্ষতা করলেও তিনি তাদের দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করান। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের মন্দ অভিপ্রায় ব্যবহার করলেও নির্দ্ধারিত সময়ে তিনি তাদের বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

৬। মানুষের উপরে মন্দ আত্মাদের ক্ষমতা মানুষের ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভরশীল। মানুষের ইচ্ছার প্রাথমিক সম্মতি ছাড়া দুষ্ট আত্মাগণ তাদের ক্ষমতা অনুশীলন করতে পারে না। এর মানে বিশ্বাসী প্রার্থনা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবার দ্বারা তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের জন্য এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা রয়েছে ঃ "বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে, এবং উহাদিগকে (মন্দ আত্মাগণকে) জয় করিয়াছ ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান" (১ যোহন ৪ ঃ ৪)।

১৩। প্রতিটি **সত্য** উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) শয়তানকে যে সব নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে আমরা তার উদ্দেশ্যের নিদর্শন দেখতে পাই।

খ) ঈশ্বরকে সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না বলে দিয়াবল ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য মানুষকে আক্রমণ করে।

গ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন্দ দূতগণের নেতা হবার জন্য দিয়াবলকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঘ) অপবিত্র দূতগণকে ঈশ্বরই মন্দ করে সৃষ্টি করেছিলেন।

ঙ) মন্দ দূতগণ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী বলে তারা যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

চ) মন্দ দূতগণের মন্দ প্রকৃতি সত্বেও পাপাচারীদের শাস্তি দেবার এবং ভাল লোকদের সংশোধন করবার কাজে তিনি তাদের ব্যবহার করতে পারেন।

ছ) মন্দ দূতগণের মধ্যে কতককে তাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়েছে অন্যান্যরা মুক্ত এবং তারা দিয়াবলের ইচ্ছা সাধন করতে পারে।

জ) ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমেই শয়তান এবং তার দূতগণের সময় এবং কর্ম প্রসারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

ঝ) বিশ্বাসী দিয়াবল ও তার শক্তি সমূহকে প্রতিহত করবার জন্য পূর্ণরূপে সজ্জিত আর তাকে শাস্ত্রানুসারে তা করতে বলা হয়েছে।

ঞ) বিশ্বাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিয়াবল তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

পরীক্ষা ঃ

সত্য-মিথ্যা। যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলির পাশে **স** এবং যেগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে **মি** লিখুন।

..... ১। দূতগণ সৃষ্ট আত্মিক সত্তা।

..... ২। সকল দূতগণকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

..... ৩। দূতগণকে একটি দল অথবা জাতি বলা চলে।

..... ৪। দূতগণের মধ্যে সংঘবদ্ধতার নিদর্শন আছে। যা তাদের কাজ বা দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

..... ৫। যে দূতগণ তাদের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য রক্ষা না করে নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই তা করেছিল।

..... ৬। দূতগণ ব্যক্তি সম্পন্ন এবং অতি মানবিক বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী।

..... ৭। অধিকাংশ দূতগণই সর্বজ্ঞ সর্বত্র বিদ্যমান, এবং সর্বশক্তিমান।

..... ৮। বাইবেলে আমরা এই ইংগিত পাই যে অতিরিক্ত আত্ম-অহংকার হেতু শয়তানের পতন ঘটেছিল।

..... ৯। একজন প্রধান দূত, করূব, সরাফ এবং বিশেষ কোন উপাধি বিহীন বহু দূতগণের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ আছে।

..... ১০। ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বীকৃতি সাপেক্ষে সময় এবং ব্যাপ্তি বিচারে শয়তানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

..... ১১। বাইবেল থেকে আমরা এই ধারণা পাই যে, দূতগণের মধ্যে কম পক্ষে অর্ধেকে শয়তানকে অনুসরণ করেছিল এবং তার সঙ্গে পতিত হয়েছিল।

……১২। দিয়াবল আমাদের পতনের লোভ দেখাতে পারে, কিন্তু পতন ঘটাতে পারে না।

……১৩। লোকেরা কোন মন্দ আত্মাকে প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মন্দ আত্মার দ্বারা অধিকৃত হতে পারে।

……১৪। বাইবেল দেখায় যে, দূতগণের সংখ্যা এত বেশী যে, তারা এক গণনাতীত বাহিনী গঠন করে।

……১৫। "দূত" কথাটির মানে "বার্তাবাহক", আর এটাই দূতগণের প্রধান কাজ।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। ক), খ), ঘ), এবং ঙ) পবিত্র দূতগণের কার্য বর্ণনা করে।

১। ক) দৃশ্য, অদৃশ্য
খ) জীবন

৯। ক ৬) প্রহরীগণ
খ ২) গাব্রিয়েল
গ ৪) করূবগণ
ঘ ৭) জীবন্ত প্রাণী
ঙ ৩) পবিত্র দূতগণ
চ ৫) সরাফগণ
ছ ১) মিখায়েল

১০। খ), গ), ঘ), এবং ছ) পবিত্র দূতগণের কার্য বর্ণনা করে।

২। খ) অমর সৃষ্ট সত্তা, যাদের অস্তিত্ব কখনো শেষ হবে না।

১১। ক ৪) মানুষ।
খ ৫) মন্দ দূত।
গ ১) শয়তান।
ঘ ৩) পরীক্ষক।
ঙ ২) দিয়াবল।

৩। তারা সর্বজ্ঞ নয়, সর্বশক্তিমান নয় এবং সর্বত্র বিদ্যমান নয়।

১২। ক নরকে, বিচারার্থে, অন্ধকারের কারাকূপে।

খ মহাদিনের বিচারার্থে, অন্ধকারের অধীনে।
গ অমঙ্গলের দূতদলকে।
ঘ প্রবেশ করে।
ঙ পংগু করতে।
চ স্বর্গ এবং পৃথিবী।

৪। ক ৪) ক্লীব।
খ ৭) সর্বত্র বিদ্যমান নয়।
গ ৬) শক্তিশালী।
ঘ ৫) বুদ্ধিমান।
ঙ ২) আত্মা।
চ ১) সৃষ্ট।
ছ ৮) মহিমাপ্রাপ্ত মানুষ নয়।
জ ৩) ব্যক্তি সম্পন্ন।

৫। ক সে সত্যে থাকে নি।
খ পাপ করেছিল।
গ কর্তৃত্বের পদ, নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল।
ঘ অতিরিক্ত অহংকারের।

১৩। গ), ঘ), এবং ঙ) মিথ্যা। বাকীগুলি সত্য।

৬। ক ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
খ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
গ ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
ঘ ৩) কোন ভাবেই সমর্থিত নয়।
ঙ ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
চ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
ছ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
জ ৩) কোনভাবেই সমর্থিত নয়।
ঝ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
ঞ ৩) কোনভাবেই সমর্থিত নয়।

৭। খ) গণনা করা যায় না এমন বহু সংখ্যক ভাল ও মন্দ দূত আছে।

নোট